আজকের কাগজ

রেখেই বিষয়গুলো ও পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষার এই স্তর অতিক্রম করার পর দৃষ্টি দিতে হবে একজন শিক্ষার্থী যেন একটি সুসমন্বিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে এবং তার পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করার যোগ্যতা অর্জন করে। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে দেখা যাবে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই আর উচ্চতর শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করছে না। স্বাধীনভাবে তারা উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জড়িত হতে উৎসাহী হবে। যার ফলে দেশও উপকৃত হবে। সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বে-সরকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের দক্ষ জনশক্তিকে ব্যবহার করতে পারবে কর্মবিনিয়োগের মাধ্যমে। দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস পাবে। যেহেতু আলোচ্য শিক্ষাস্তর অতিক্রান্ত কিশোররা জীবিকার জন্য কোন না কোন ক্ষেত্র খুঁজে পাবেই।

এখানে উচ্চ শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার প্রশ্ন উঠছে না। মেধার ক্ষেত্রে যারা সাধারণের উপরে এবং উচ্চতর শিক্ষালাভকে যারা প্রয়োজন মনে করছে- তারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই।

এবারে তৃতীয় শিক্ষাস্তর প্রসঙ্গ। এ স্তরকে আমরা চিহ্নিত করবো প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ শিক্ষাস্তর হিসেবে। এ স্তরের শিক্ষাকাল হবে তিন বছর এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হবে ইংরেজি, বাংলা, কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য। এটিও স্কুল পর্যায়েরই শিক্ষা। এ স্তরে এতোটুকু শিক্ষা লাভ করলে একজন শিক্ষার্থী টেকনিক্যাল কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তার নিজ পছন্দ অনুযায়ী এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গৃহীত যেকোনো একটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। আর শিক্ষার্থী যদি এই তৃতীয় স্তরের পর উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে নাও চায় তবে সে ঘরে বসেই তার নির্বাচিত বিষয়টির উপর পড়াশোনা করতে পারে। কেননা ঐ সক্ষমতা সে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। এ অবস্থায় সে উচ্চ দায়িত্বশীল পদ ছাড়া অন্য যেকোনো পদে চাকরির যোগ্যতা লাভ করবে।

এখানে একটি বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে চাই। শিক্ষার মাধ্যম আগাগোড়াই হবে বাংলা। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজী অবশ্যই দরকার। আমাদের দেশের অনেককেই উচ্চশিক্ষার্থে এমন সব দেশে যেতে হয় যেখানে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী নয়, অন্যান্য ভাষা। ঐ সব ভাষা ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে তারা তাদের উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বন করলে যেকোনো ভাষা ভালভাবে শেখা সময়সাধ্য নয় এবং দুঃসাধ্যও নয়। এ স্তরের তিন বছরব্যাপী শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীরা যাতে ইংরেজীতে লিখন, পঠন এবং কথোপকথনে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত অজস্র ইংরেজী বই-পুস্তক, দলিল-দস্তাবেজ আছে, যার বাংলায় অনূদিত সংস্করণ নেই। তাছাড়া অসংখ্য ইংরেজী পত্র-পত্রিকাও এখানে আসছে প্রতিদিন। এগুলো পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন দুই-ই সম্ভব হতো।

চূড়ান্ত পর্বে আসবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তর। এ স্তরে শিক্ষাদানের মেয়াদ হবে চার বছর মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত। চিকিৎসা, প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষারও স্তর এটাই। এগুলোর শিক্ষাকাল প্রয়োজন অনুযায়ী স্থিরিকৃত হবে। সাধারণভাবে শিক্ষা এখানেই শেষ হবে। তবে তারও উপরে

...ম, ফিল পি এইচ, ডি ডিগ্রী স্তরের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা ...শ্ববিদ্যালয়ে থাকবে।

...বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শরীর-চর্চা ও ...ধুলার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অনেকটা দায়সারা গোছের। ...ই প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোতে এ বিষয়টি গুরুত্ব লাভ ...। সেই সংগে পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত সমাজ সেবামূলক ...াংস্কৃতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের ...হিত করারও ব্যবস্থা থাকবে।

...ক শিক্ষা সর্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় স্তর ...া গ্রহণের সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ...য় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় ...র্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মান যাচাই করা হবে। ...তে তারা তৃতীয় স্তরে পড়ার জন্য যোগ্যতা ...নোনীত কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর ...দ্যালয়ে প্রবেশের জন্য থাকবে কঠোর যাচাই প্রণালী। ... উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে

দেশের সার্বিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে। বিশ্ব...য় থেকে বেরিয়ে এসে যেন তরুণ-তরুণীরা তাদের অধীত বিদ্যা কাজে লাগাবার সুযোগ পায়। সমাজের অপ্রয়োজনীয় মানুষের মতো তাদের যেন উদভ্রান্ত এবং লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে না হয়।

তাছাড়া কোনো বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য দেশে 'ওপ্‌ন্ এয়ার ইউনির্ভার্সিটি' বা মুক্তাঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর বহু দেশেই এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে 'দূরশিক্ষণ' পদ্ধতিতে বি, এড, কোর্সের শিক্ষাদান চালু হয়েছে। এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং মানও দিনে দিনে উন্নততর হচ্ছে।

আমার আলোচনায় যে শিক্ষা কাঠামোর ছকটি তুলে ধরা হলো তা নিতান্তই একটা প্রাথমিক খসড়া। তবু এ ধরনের কাঠামো আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরই গড়ে তোলা যেতে পারে কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস বর্তমান শিক্ষা অবকাঠামোর মাধ্যমেই প্রস্তাবিত কাঠামোটি এখনই চালু করা সম্ভব। তবে সারা দেশে তা হয়তো এই মুহূর্তেই এক সংগে চালু করা যাবে না। পূর্ব-নির্ধারিত একটা যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমে তা করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা অবকাঠামোর অধীনে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোকে প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এবং বর্তমান কলেজগুলো থেকে ...হ নিয়ে কিছুসংখ্যক কলেজে তৃতীয় স্তরের শিক্ষাদান চালু করা যেতে পারে। বাদ দেওয়া কলেজগুলো দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তনে প্রক্রিয়াটি যাতে জটিলতামুক্ত হয় এবং কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষতির কারণ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এবারে শিক্ষকদের প্রসংগ। প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোর প্রাথমিক স্তরে যে পাঠ্যসূচি রয়েছে তা বর্তমান প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকগণ অনায়াসেই অনুসরণ করতে পারবেন। দ্বিতীয় স্তরের উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকগণ সাধারণ বিষয়গুলোর পাঠদান করতে সক্ষম রয়েছেন, তবে প্রায়োগিক বিষয়গুলোর জন্য মনোনীত কিছু সংখ্যক শিক্ষককে এই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের প্রয়োজন হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবেও এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হতে পারে। তৃতীয় শিক্ষাস্তরে যে পাঠ্যসূচি রয়েছে তা অনুসরণ করা কলেজ শিক্ষকদের সাধ্যায়ত্ত। এর জন্য তাঁদের নতুনভাবে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন থাকছে না।

বর্তমানে দেশে যে সব টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে সেগুলো প্রায়োগিক বিষয়াদি সম্পর্কিত শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যকাল সঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিতে হবে। দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে বাছাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই সব টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করা হবে।

বলাবাহুল্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জন্য পাঠ্যক্রম নতুনভাবে প্রণয়ন করতে হবে। পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে, এক একটা স্তরে শিক্ষাগ্রহণ শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যাতে কোন না কোন কাজের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠে- পাঠ্যক্রম যেন সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। দেশের চাহিদা এবং আধুনিক বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে প্রতিটি পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ধরনটাই এমন যে, তাতে গরীবের চেয়ে সচ্ছল, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরে, এবং নারীর তুলনায় পুরুষরাই বেশী লাভবান হচ্ছে। পরিসংখ্যান দ্বারা বৈষম্যের এই চিত্র তুলে ধরে রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, সরকার প্রদত্ত বৃত্তিগুলো পর্যন্ত অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সন্তানরা পাচ্ছে। শহরে বসবাসকারী ৪০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যেখানে শিক্ষিত সেখানে গ্রামে অবস্থানরত পুরুষদের মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষিত। সার্বিকভাবে পুরুষদের ৩১ এবং মহিলাদের ১৬ শতাংশ শিক্ষিত।

আমার মনে হয় বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্ট-এর যৌক্তিকতা বা ব্যাখ্যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই রিপোর্টের সত্যাসত্য বিচারের জন্য বোধ হয় আমাদের মাঠে নামার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত অবস্থা আমাদের চোখের সামনেই স্পষ্ট। গ্রাম-শহরের এই বৈষম্য বাদ দিলেও দেশের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতি আজ কোথায় অবস্থান করছে তা আমরা জানি।

যে শিক্ষা কাঠামোর রূপরেখা এখানে দেওয়া হলো তাতে অবশ্যই অনেক অপূর্ণতা রয়েছে, তবে যে নীতি এবং যুক্তি সামনে রেখে এটি প্রণীত হয়েছে তা বোধ হয় সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে। আমার কথা হচ্ছে, সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। তাই সমস্যা কাটিয়ে উঠে সম্মুখযাত্রা শুরু করতে হবে আজই, এখনই।

বদরুদ্দীন আহমদ চৌধুরীঃ প্রাক্তন সদস্য, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন।

কলাম
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম
02